তারিখ ০4 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

মাধ্যমিক স্কুলে কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত অডিও ভিজুয়্যাল সিস্টেমের ৯৭ ভাগই অচল

বুলবুল চৌধুরী, রাজশাহী ব্যুরো

দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের উন্নতমানের প্রায় দু'শ স্কুলে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত আধুনিক ও মূল্যবান শিক্ষা সরঞ্জাম অডিও ভিজুয়্যাল সিস্টেমের শতকরা ৯৭ ভাগই এখন অচল। এর মধ্যে আবার অধিকাংশেরই অস্তিত্ব একেবারে গায়েব হয়ে গেছে। স্থাপিত এই সিস্টেম কোথায় বা কেমন করে গায়েব হয়েছে তার কোন হদিসও নেই। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্যই শুধু ব্যর্থ হয়নি, বরং সরকারের কোটি কোটি টাকার অপচয় হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতা ও গাফিলতির কারণে অডিও ভিজুয়্যাল সিস্টেমের যন্ত্রপাতি হয় চুরি, নয়তো বেহাত অথবা বিকল হয়ে রয়েছে। অথচ বিদেশী সহায়তায় বিপুল পরিমাণের অর্থ ব্যয়ে এই চালু প্রকল্প বছরের পর বছর নষ্ট এবং কোন কোনটির অস্তিত্ব একেবারে গায়েব হয়ে গেলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সেদিকে কোন খেয়াল নেই। এমনকি রাজশাহীর মাধ্যমিক শিক্ষা আঞ্চলিক উপ-পরিচালক পর্যন্ত বলতে পারেননি, রাজশাহী জোনের মোট কয়টি স্কুলে এই সিস্টেম চালু করা হয়েছিল। এই দফতরটিতে এর কোন পরিসংখ্যান বা রেকর্ডপত্র নেই। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় দেশের দু'শটি স্কুলে প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৮১-৮২ সালে কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়। এরই আওতায় প্রতিটি স্কুলে গড়ে দেড় লাখ টাকা খরচ করে এ খাতে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্কুলগুলোতে অডিও ভিজুয়্যাল সিস্টেমের সেটগুলো চালু করা হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল স্কুল চলাকালীন বাংলাদেশ বেতার থেকে সম্প্রচারিত শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠদান ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানাদি রেকর্ড করে অফ পিরিয়ডে বা টিফিন আওয়ারে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি ক্লাস রুমে এ সিস্টেমের মাধ্যমে শোনানো। এছাড়া এ সিস্টেমের সেটগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অবকাশ মুহূর্তে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানও প্রচার করার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া দূরশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ স্কুলের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকারা তাদের কক্ষ থেকে যে কোন জরুরি ঘোষণা সেটগুলোর মাধ্যমে স্কুলের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে প্রচার করতে পারতেন। এই সিস্টেম পরিচালনার জন্য স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছিল। এ অডিও ভিজুয়্যাল সিস্টেম চালুর পর এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরবর্তী সময়ে কোন আর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। পাবনার সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, বেড়া বিবি উচ্চ বিদ্যালয়ের সেটগুলো চুরি হয়ে গেছে। অচল : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

> কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতা ও গাফিলতির কারণে অডিও ভিজুয়্যাল সিস্টেমের যন্ত্রপাতি হয় চুরি নয়তো বেহাত অথবা বিকল হয়ে রয়েছে

অচল : অডিও ভিজ্যুয়াল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ সরকারি হরিমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের সেট এখন বিকল। রাজশাহী সরকারি পিএন গার্লস হাইস্কুলের সেটগুলোর কোন হদিস নেই। এমনভাবে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্কুলে সরবরাহকৃত সেটগুলো বেশ কিছু হয়েছে গায়েব। কোন কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে সাউন্ড বক্সগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে। আর চুরি যাওয়া সেটগুলোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলাও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ থানায় মামলা দায়ের করা ও নিম্ন শ্রেণীর স্কুল কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেই খালাস। পুলিশও চুরি যাওয়া সেটগুলো উদ্ধারে তেমন কোন প্রচেষ্টা চালায়নি। সে কারণে সেটগুলো উদ্ধার সম্ভব হয়নি।